যুগান্তর

তারিখ 11 AUG 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

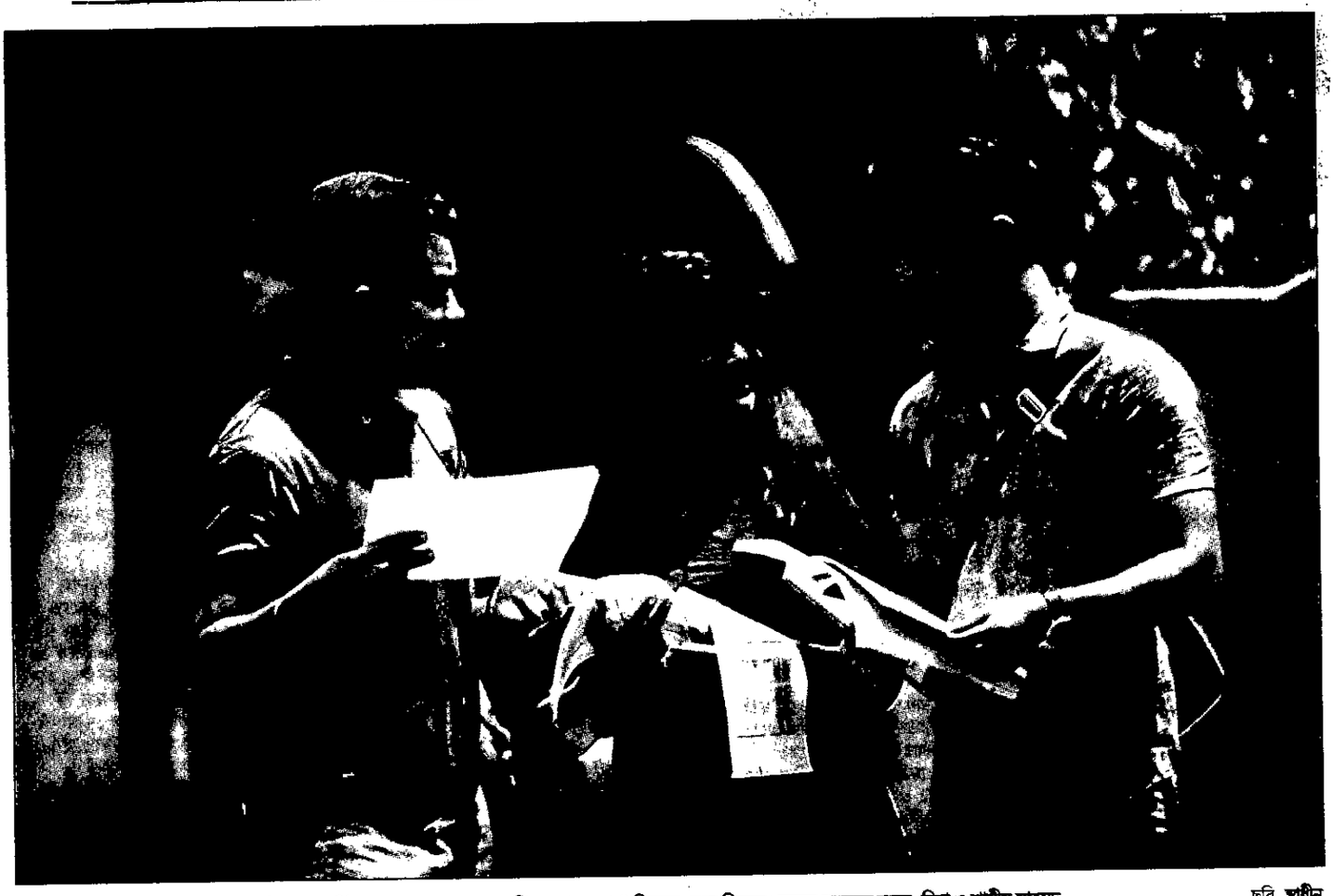

চতুর্দশ নিবন্ধন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনজন প্রার্থী। তরুণদের মধ্যে অনেকে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। মডেল হয়েছেন কমল, দিয়া ও শামীম মাহমুদ ছবি স্বাধীন

চতুর্দশ শিক্ষক নিবন্ধনের প্রস্তুতি

▷ আতিকুর রহমান

দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন আইন ২০০৫ অনুযায়ী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয়ার জন্য নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই চলবে। এখন থেকে নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের আর সংশ্লিষ্ট কলেজে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। সম্প্রতি চতুর্দশ নিবন্ধন পরীক্ষার আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। আবেদনকারীর মধ্যে থেকে পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা তালিকা প্রণয়ন করে নিয়োগ দেয়া হবে। এ জন্য প্রার্থীদের অংশগ্রহণ করতে হবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়। এবারের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে স্কুল ও স্কুল-২ পর্যায়ে ২৫ আগস্ট, ২০১৭ সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত। কলেজ পর্যায়ের পরীক্ষা হবে ঐদিন বিকাল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত।

পরীক্ষা পদ্ধতি : ত্রয়োদশ নিবন্ধন থেকে পাল্টে গেছে পরীক্ষার ধরন। বিসিএস পরীক্ষার আদলে হচ্ছে এই পরীক্ষা। প্রথমে ১০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা যা হবে এমসিকিউ পদ্ধতিতে, সময় ১ ঘণ্টা। বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান থেকে ২৫টি করে মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য থাকবে ১ নম্বর আর প্রত্যেক ভুল উত্তরের জন্য কাটা যাবে ০.৫০ নম্বর। এই পরীক্ষায় পাস করতে হলে ৪০ নম্বর পেতে হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় পাসের পর মৌখিক পরীক্ষার দিতে হবে। এরপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে উপজেলা, জেলা ও জাতীয় মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে। তাই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে চাইলে যেটুকু সময় আছে তার সঠিক ব্যবহার করে প্রস্তুতি নিতে হবে জোর কদমে।

বাংলা : নবম নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রংপুরের পীরগঞ্জ মহিলা ডিগ্রি কলেজে বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন জুতিকা পারভীন লাভা। তিনি বলেন, বাংলায় সাধারণত ব্যাকরণ অংশ থেকেই প্রশ্ন থাকে। কলেজ ও স্কুল উভয় পর্যায়েই বাংলা ব্যাকরণ অংশে ভাষারীতি ও বিরাম চিহ্নের ব্যবহার, বাগধারা ও বাগবিধি, ভুল সংশোধন বা শুদ্ধকরণ, যথার্থ অনুবাদ ও শিরোনাম, সন্ধি বিচ্ছেদ, কারক বিভক্তি, সমাস, প্রত্যয় বিন্যাস, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ, বাক্য সংকোচন ও লিঙ্গ পরিবর্তন থেকে প্রশ্ন থাকবে। ব্যাকরণের প্রতিটি অংশ থেকে এক বা দুটি প্রশ্ন থাকে। স্কুল পর্যায়ের জন্য নবম ও দশম শ্রেণীর বোর্ড প্রণীত ব্যাকরণ ও বাংলা প্রথমপত্র বইটি ভালোভাবে পড়তে হবে। কলেজ পর্যায়ের জন্য নবম ও দশম শ্রেণীর সঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ড বইও দেখতে হবে। প্রথম পত্রের গদ্য ও পদ্যের প্রতিটি লেখকের পরিচিতি অংশ ভালো করে পড়তে হবে। এছাড়াও আগের প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে হবে বলে জানান তিনি।

ইংরেজি : স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে নবম নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন টাঙ্গাইলের কালিহাতীর মো. এলাহী মিয়া। তিনি জানান, স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে ইংরেজি সব প্রশ্নই হয়ে থাকে গ্রামার থেকে। ইংরেজিতে ভালো করতে হলে তাই গ্রামারে ভালো দখল থাকতে হবে। Errors in composition, Fill in the blanks with appropriate preposition, use if article, verbs, Identify appropriate translation from Bengali to English, Transformation of sentence, synonyms and antonyms, completing sentence, Idioms and phrases, changes of parts of speech, Right from of verbs থেকে উভয় পর্যায়ের পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে। এই অধ্যায়গুলো নিয়মিত চর্চা করতে হবে। এছাড়াও বিগত বছরগুলোর নিবন্ধন পরীক্ষার প্রশ্ন ও বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ইংরেজি প্রশ্নের সমাধান করলেও কাজে দেবে।

গণিত : দশম নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন নাহিদ আক্তার। তিনি টাঙ্গাইলের ভূয়াপুর উপজেলার বেগম মমতাজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষিকা। গণিতের প্রস্তুতি সম্পর্কে তিনি বলেন, গণিতে ভালো করতে চাইলে নিয়মিত চর্চা করতে হবে। এজন্য সপ্তম থেকে দশম শ্রেণীর বইগুলোর ওপর ভালো দখল থাকতে হবে। পাটিগণিতে ঐকিক নিয়ম, লসাগু, গসাগু, শতকরা, সুদকষা, লাভ-ক্ষতি, অনুপাত-সমানুপাত অধ্যায়গুলো ভালো করে চর্চা করতে হবে। বিগত বছরের প্রশ্ন থেকে দেখা গেছে পাটিগণিতে এসব অধ্যায় থেকেই প্রশ্ন করে থাকে। বীজগণিতের জন্য চর্চা করতে হবে উৎপাদক, বর্গ ও ঘনসম্বলিত সূত্রাবলী ও প্রয়োগ, গসাগু, বাস্তব সমস্যা সমাধানে বীজগাণিতিক সূত্র গঠন ও প্রয়োগ, সূচক ও লাগারিদমের সূত্র ও প্রয়োগ, অনুপাত সমানুপাত এসব অধ্যায় থেকে প্রতি বছরেই প্রশ্ন থাকে। জ্যামিতির ক্ষেত্রে রেখা, কোণ, ত্রিভুজ, চর্তভুজ, ক্ষেত্রফল ও বৃত্ত অধ্যায়গুলো ভালো করে চর্চা করতে হবে। এছাড়াও পরিমিতি ও ত্রিকোণমিতি থেকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। কম সময়ে গণিতের প্রশ্নগুলো সমাধানের জন্য বারবার চর্চা করতে হবে, মনে রাখতে হবে সংক্ষেপে সমাধান করার পদ্ধতি।

সাধাণ জ্ঞান : আটিয়া শানশাহী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শাহীনুর ইসলাম উত্তীর্ণ হয়েছেন সপ্তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায়। তিনি জানান, সাধারণ জ্ঞানে একটু চেষ্টা করলেই ভালো নম্বর পাওয়া সম্ভব। এজন্য সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো ভালোভাবে জানতে হবে। নিয়মিত পত্রিকা ও খবর দেখতে হবে। এখানে বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে প্রশ্ন আসে। বাংলাদেশ অংশে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, ইতিহাস ও সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সম্পদ থেকে প্রশ্ন আসে। আর আন্তর্জাতিক অংশের জন্য বিভিন্ন দেশের ভৌগলিক পরিচিতি, মুদ্রা, দিবস, পুরস্কার ও সম্মাননা এবং জাতিসংঘ থেকে প্রশ্ন পাওয়া যাবে। অপর দিকে প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, রোগ ব্যাধি ও পরিবেশ বিজ্ঞান, খেলাধুলা বিষয়েও প্রশ্ন হয়ে থাকে।

লিখিত পরীক্ষা : প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ১০০ নম্বরের তিন ঘণ্টাব্যাপী ঐচ্ছিক বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে অনার্সে নিজের পড়া বিষয়ের ওপর। পরীক্ষায় সাধারণত ৫টি রচনামূলক ও ৫টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর করতে হয়ে। প্রতিটি রচনামূলক প্রশ্নের জন্য ১৫ নম্বর এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য ৫ নম্বর বরাদ্দ থাকে। প্রতিটি প্রশ্নের একটি করে বিকল্প থাকে। এই পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য শুরুতেই দেখে নিতে হবে সিলেবাস। পুরনো পড়া বিষয়গুলো আবার দেখে নিতে হবে। বিগত বছরের প্রশ্নপত্র দেখলে ভালো ধারণা পাওয়া যাবে।